সমকাল

তারিখ 21 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বিদ্যালয়ে বেতন-চার্জ
অনিয়ম দূর হোক

শুক্রবার সমকালে 'চট্টগ্রামের স্কুলে ভর্তি ফি ৬৩ হাজার টাকা!' শিরোনামের প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য উদ্বেগজনক। এতে বলা হয়, নিয়ম না মেনে ৯৮টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার নানা খাতে বাড়তি ফিস আদায় করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ যে, অভিযোগ পাওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের চিটাগাং গ্রামার স্কুলে ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৩ হাজার টাকা। আর মাসিক বেতন ১৯ হাজার টাকা। বাংলাদেশ মহিলা সমিতি স্কুলে ভর্তি ফি ধরা হয়েছে ১০ হাজার টাকা। লাগামহীন এই ফিস-চার্জ আদায় কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। সরকার থেকে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা স্কুলে পাচ্ছে বিনা মূল্যে বই। প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করছে সরকার। বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রচুর বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রীদের বেতন মওকুফ করে সমপরিমাণ অর্থ বিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। অনেক স্কুল-কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানও গ্রন্থাগার ও কম্পিউটার ল্যাবরেটরির মতো সুবিধা তৈরিতে সহায়তা দিচ্ছে। তাহলে কেন এভাবে ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা? বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বেতন ও অন্যান্য চার্জ বাবদ মাসে প্রায় সাড়ে তিনশ' টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। গ্রামের একটি প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অর্থ আদায় কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। সরকার যেখানে শিক্ষার প্রসারের জন্য হতদরিদ্র পরিবারের সন্তানদেরও শিক্ষা জীবন নির্বিঘ্ন করায় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে, সেখানে এ ধরনের বেতন-চার্জ নির্ধারণের কী যুক্তি থাকতে পারে? আমরা আশা করব যে শহর ও গ্রাম সর্বত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কী ধরনের অর্থ আদায় ও কীভাবে তার ব্যবহার হচ্ছে, তার তদন্ত হোক। এ ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা ঘটলে দায়ীদের কঠোর শাস্তিও নিশ্চিত করতে হবে।